ওড়াকান্দী বাস না করিত বহুদিন।
একমাস মধ্যে মাত্র দুই-এক দিন।।
আর সদা থাকিতেন ভক্তের আলয়।
যেখানে সেখানে থাকি হরিগুণ গায়।।
মুহূর্ত্তেক প্রভু যদি কোথা বসিতেন।
ব্যাধিযুক্ত রোগযুক্ত লোক আসিতেন।।
যারা হত রোগমুক্ত মানৎ করিয়া।
মানসিক মুদ্রা সব দিতেন আনিয়া।।
সেই মুদ্রা ভক্তগণ লইয়া সাদরে।
আনিয়া দিতেন লক্ষ্মীমাতার গোচরে।।
অল্পদিন রহে প্রভু নিজ ভদ্রাসনে।
অধিকাংশ রহে প্রভু ভক্তের ভবনে।।
সামান্য সময় থাকে অন্য ভক্তঘরে।
সদাব্যস্ত যাইতে যে রাউৎখামারে।।
হরিচাঁদ চরিত্র পবিত্র সুধাভাণ্ড।
কবি কহে শ্রবণেতে খণ্ডে যমদণ্ড।।

রোগে বিধি ও মানত

লোক আসে প্রভু স্থানে হ'য়ে রোগযুক্ত।
সংকীর্ত্তনে গড়ি দিলে রোগ হয় মুক্ত।।
রোগ জানাইয়া সব বলিত কাতরে।
রোগমুক্ত হ'ত প্রভু দিলে আজ্ঞা করে।।
প্রভু বলিতেন "যদি রোগে মুক্তি চাও?
যে রোগের বৃদ্ধি যা'তে তাই গিয়া খাও।।
তিন সন্ধ্যা ধুলি মাখ কীর্ত্তনের খোলা।
জ্বর হ'লে পথ্য দেন তেঁতুলের গোলা।।
বেদনা অজীর্ণ বমি কিম্বা অম্ল পিত্তে।
তেঁতুল গুলিয়া খায় পিতলের পাত্রে।।
মহারোগে অঙ্গে মাখে গোময় গোমূত্র।
কেহবা আরোগ্য পায় প্রভু আজ্ঞা মাত্র।।
রোগ জানাইয়ে যায় মানসা করিয়ে।
মানসিক টাকা দেয় রোগমুক্ত হ'য়ে।।
মানসা করিত লোকে যার যেই শক্তি।
একান্ত মনেতে যার যেইরূপ ভক্তি।।
মুদ্রাপানে প্রভু নাহি চাহিত ফিরিয়া।
উঠে যাইতেন প্রভু সে মুদ্রা ফেলিয়া।।
ভক্তে জিজ্ঞাসিত 'প্রভু! কোথা রাখি ধন?'
প্রভু বলে 'যাঁর ধন তাঁহার সদন।।'
ভক্তগণ এইসব ইঙ্গিত বুঝিয়া।
লক্ষ্মীর নিকটে ধন দিতেন আনিয়া।।
পৌষেতে আমন ধান্য কাটিয়া কাটিয়া।
* 'মোচনা' করিয়া ভক্ত দিত পাঠাইয়া।।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত নানাবিধ তরকারী।
পায়স, পিষ্টক, চিনি, সন্দেশ, মিছরী।।
কমলা, কদলী, কুল, দাড়িম্ব সুন্দর।
আম, জাম, নারিকেল খাদ্য মনোহর।।
ভক্তগণে দ্রব্য আনে প্রভুর সেবায়।
লক্ষ্মীর নিকটে সব আনন্দে যোগায়।।
কালেতে যখন যে নতুন দ্রব্য পেত।
ভক্তগণে এনে তাহা ওড়াকান্দী দিত।।
কেহ কেহ ল'য়ে যেত আপন বাসরে।
নিজ গৃহে লইয়া প্রভুর সেবা করে।।
নতুন আমন ধান্য হইলে বিপুল।
আগ্‌ধান্য রাখে কেহ আতপ তণ্ডুল।।
প্রভুভক্ত সুচরিত্র যেন শুধু মধু।
কবি কহে কর্ণ ভরি পিও সব সাধু।।

*মোচনা—ছোট আঁটি।